ফেডেরিকো ফেলিনির সাক্ষাৎকার

রতন শিকদার (অনুবাদ)

স্বপ্ন, স্মৃতি ও বাসনার পুনদ্ধার ফেডেরিকো ফেলিনির একটি সাক্ষাৎকার

(আন্না মুজারেলির সাথে এক গু গম্ভীর আলোচনায় ফেডেরিকো ফেলিনি বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করেন। বিষয়গুলি হল ফিল্ম তৈরির ব্যাপারে তার ধারণা, নিওরিয়ালিজমের শিক্ষা, 'জনপ্রিয় ফিল্ম' সম্বন্ধে তার ভাবনাচিন্তা, গ ার্বো এবং চ্যাপলিন, '৮.৫' তৈরীর কথা, আমেরিকান ছবির আমেরিকান বিষয় কথা সামাজিক তাৎপর্য এবং চার্চ এবং ফ্য াসীবাদ প্রভাবিত ইটালিতেই হাস্যরস।)

আন্না ঃ 'সাইট এ্যান্ডসাউন্ড' এর সেরা দশ ছবির তালিকা প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন যে আপনি 'জনপ্রিয় ফিল্ম' গুলোকে ব াছাই তালিকায় এনেছেন, কারণ আপনি নিজে একজন ওই সংস্কৃতির ধারক।
ফেলিনি ঃ সিনেমা শুধু বিখ্যাত সম্পত্তি নয়। এর অংশীদার আরও অনেকে যারা সমপরিমাণ প্রতীকস্বরূপ। আমি বিশের দশকের পরবর্তী সময়ের যে সব ছবির কথা না বলে পারব না যে গুলোর মূল পরিচয় হত সে যুগের একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নামে। আমার কাছে সিনেমা হচ্ছে কিছু অভিনেতার মুখচছবি। এ সব মুখচছবির মিছিলে স্থান পেয়েছে গার্বো। তারপর চ্যাপলিন অথবা দুজন একসাথে --- যাদুকরী গার্বো গিথিয়া হিসাবে এবং ভবঘুরে চার্লি বিদ্রোহী কিশোর হিস াবে। তারা দুজন সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা ও কামনা - বাসনার প্রতীক। এরপর আসছে স্টান ও ওলির কথা। আমরা যে সব খোলামেলা হাসি যার পেছনে কোনও উদ্দেশ্য নেই অথবা চ্যাপলিনের দেখানো মতাদর্শগত ভন্ডামি নেই, তার জন্য কত কৃতজ্ঞ। সব শেষে মার্কসভাইদের কথা উল্লেখ করতে হয়।
আন্না ঃ হাস্যকৌতুক সম্বন্ধে আপনার চির কথা বা আপনার ছবির কার্টুন চরিত্র সম্বন্ধে কিছ বলুন।
ফেলিনি ঃ ইটালি যদি ফ্যাসিবাদ ও ক্যাথলিক চার্চের যুগ্ম নপুংসক কর্তৃত্বের অধীনে পরিচালিত দুঃখজনক বুর্জোয়াশিক্ষা ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে, তবে তার জন্য আমেরিকান সিনেমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এ সিনেমাগুলো ছিল বিশাল বলবর্দ্ধক, অন্য এক জীবন। কিন্তু এমন কী তাদের সিনেমাগুলোর আগেই আমেরিকানদের খুব জনপ্রিয়তা হয়েছিল তাদের হাসির ছবির অংশগুলোর জন্য। 'করেইরি দেই পিকোলি' নামের এক ইটালিয়ান ম্যাগাজিনে এসব কার্টুন নির্মাত াদের কাজ নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল। তারা সব বিরাট শিল্পী শুধু ছবির ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। কারণ আমেরিক ান সাহিত্য শুধু কয়েকজন যেমন স্টেইনবেক বা ফকনারের সৃষ্টি দ্বারাই পরিচিত হচ্ছে না, পরন্তু কিছু চরিত্র যেমন জিগস, এবং ম্যাগি, হ্যানস এবং ফ্রিটজ্ কাঝেনজ্যামার যারা ইটালিতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এদের জন্য আমরা আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি কারণ এর জন্য আমরা সে সময়ের সাংস্কৃতির ধোঁকাবাজি সহ্য করতে পেরেছি।
আন্না ঃ এ সবই কি আপনাকে কার্টুনিস্ট হবার দিকে চালিত করেছিল ?
ফেলিনি ঃ ছোটবেলায় আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ওই ছবিগুলো নকল করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। আমার ঝোঁক ছিল সাদ া কাগজে সব সময় আঁকিবুকি কাটার। এ অভ্যাসটাও আমি ফিল্ম করার সময়ও চালু রেখেছি। আমার করা স্কেচের ম

াধ্যমেই একটা ফিল্ম প্রথমে আমার মনে ভেসে ওঠে, কারণ মহান সাহিত্যিক সৃষ্টিগুলোর ছোট ছোট চলচিচত্র ধর্মগুলো আ মি মনে রাখতে পারিনা। এগুলোর সাহায্যে আমি কোন দৃশ্যের পরিব্যাপ্তি, পরিপ্রেক্ষিত বা পোষাক -আশাক বা কোনও চরিত্রের মুখাবয়ব কেমন হবে তা অনুধাবন করতে পারি। বাস্তবিকই একটা ফিল্ম তৈরী করতে গিয়ে আমার প্রথম কাজ হয় রেখাচিত্রের মাধ্যমে। আমি যে কাজ করছি বা সমস্ত বিষয়টা যে চলমান হয়েছে তা নিজেকে নিজে বলারও একটা উপায়। রোমে থাকার সময় প্রথম দিকে কয়েক বছর অন্নসংস্থানের জন্য আমি কৌতুকাভিনেতার কাজ করেছি। আমি রেস্তোরায় গিয়ে ধৃষ্টতার সাথে জিজ্ঞাসা করতাম কেউ হাস্যকৌতুক দেখতে চায় কী না।

আন্না ঃ ৮.৫ হচ্ছে অভিব্যক্তিপূর্ণ সঙ্কট কালের একটি ফসল। একেবারে শুধু যেন এছবিটিই আপনি তৈরী করতে পারতেন। ফিল্ম তৈরীর ওপরে ফিল্ম করার ব্যপারটা কীভাবে আপনার মাথায় এল?

ফেলিনি ঃ কিছুদিন ধরে একজন মানুষের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে ছবি কবার কথা আমার মনে হচ্ছিল --- সেই মানুষের স্ব প্ন, কল্পনা, স্মৃতি, তার দৈনন্দিন জীবন --- একটা চরিত্র যার তখনও পর্যন্ত কোনও পেশাদারিত্ব বা আত্মপরিচিতি নেই (শুতে সে কিন্তু একজন চিত্রপরিচালক ছিল না)। আমি চেয়েছিলাম একটি দিনের বহুমাত্রিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণণা করতে। একটা জীবন যেন একটি দড়ির পাক খোলার মত খুলে যাবে, কোনও সীমারেখা টানা হবেনা। খোলামেলাভাবে উপস্থাপিত হবে কোনও কাহিনীর গণ্ডির বাইরে। উদ্দেশ্য ছিল একটা সময়কে উপস্থাপিত করা যেখানে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত স্বপ্ন স্মৃতি কামনা - বাসনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

আমি কিন্তু আমার সে চরিত্রকে জানতাম না। আমি একজন লেখকের কথা, একজন আইনজীবীর কথা, একজন সাংবা দিকের কথা ভেবেছি। আমি মনস্থির করতে পারিনি। সব কিছু শূন্যে মিলিয়ে গেছে। ৮.৫ এর একটা বোধহয় বড় শিক্ষা। কোনও কোনও সময় নিজের মনে বলেছি, 'ইঞ্জিনটাকে চালু কর। তারপর সবাইকে নিয়ে উঠে পড়। কেউ কেউ নিজের থেকে এগিয়ে আসবে, অন্যদের বাধ্য কর তোমার জন্য কিছু করতে।' আমি তাই করলাম। সেটা তৈরী শু করলাম। অভিনেতাদের সাথে চুক্তি হল। ফিল্ম তৈরীও শু হয়ে গেল। গোড়ার দিকে আমার হাতেকোনও চিত্রনাট্য ছিলনা। ছিল শুধু কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসংবলিত কাগজ আর টুলিও পিনেলি আর এনিও ফ্ল্যানিয়ানোর সাথে লেখা দুএকটা চিত্রনাট্য এবং আমি কী করতে চাই সে ব্যাপারে আমার অফুরান এবং অনন্ত অনর্থক বকবকানি। আমার খামার বাড়ির দৃশ্যাবলী রচনা করতে শু করলাম এবং দুমাস অত্যন্ত গভীরভাবে করার পর বুঝতে পারলাম আমি যে কী চাই তা আমি নিজেই জানি না। রোজ আমি স্টুডিওতে যেতাম আর সারাটা দিন শুধু ছবি এঁকেআর লোকের সাথে কথা বলে কাটাতাম। ফিল্মের ব্যাপ ারটা কিন্তু সেখানে মোটেই থাকত না। আমি ভাবতাম, 'আমি একজন পরিচালক, যার মনে নেই সে কী চায়' --- আর সেই মুহূর্তে ফিল্মটার জন্ম হল, 'ঠিক এই জিনিসই আমি করব। একজন পরিচলকের গল্প যে তার নিজের ফিল্মটা মনে র াখতে পারে না।

এর কিছুদিন পর ঝি ল্যাবরেটরিতে ধর্মঘট শু হল। কী তুলছি তা দেখতে না পেয়ে টানা চার মাস ছবিতুলে গেলাম। ছবির শ্যুটিং শেষ হল। আমি তিনদিন ধরে পড়ে রইলাম প্রজেক্সন মে আমার চারমাসে করা কাজগুলো দেখব বলে। এটা একজনের পক্ষে এক ঐতিহাসিক কর্মভার, যে কী হচ্ছে সেটা না জেনে ছবির শুটিং করে গেল।

ফিল্মটার জন্ম হল স্বতস্ফুর্ততা, ঝিাস, প্রত্যাশাও ও দ্বন্দ্ববর্জিত এক মেজাজের মধ্যে। ছবিটা খুবই ভাগ্যবান, পরবর্তীকালে পশ্চিমের ছবি ডিটেক্টিভ ছবির পাশাপাশি একটা বিশেষ ধারা হিসেবে সফল হয়েছিল। ৮.৫ ধারা বা স্টাইল। এই অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমি কিছু শিখে থাকি তবে তা হচ্ছে একটা ছবি বানাবার সময় যা কিছু হয়---অর্থাৎ কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ, বাধা - বিপত্তি বা ধর্মঘট - সব কিছু ছবিকে সমৃদ্ধ করে।

আন্না ঃ আপনি কি মনে করেন নয়া বাস্তববাদের মধ্যে আপনার শিকড় প্রোথিত রয়েছে? আমার মনে হয় 'পাইসা'ও 'রে ামা সিট্টা এ্যাপার্তা'র চিত্রনাট্য লেখবার জন্য আপনি রোসালিনির সাথে কাজ করেছেন?

ফেলিনি ঃ রোসালিনি অন্যসব তথাকথিত নয়া বাস্তববাদীদের থেকে স্বতন্ত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি,শক্তিশ ালী ও আবেগপ্রবণ দর্শক হিসাবে তাঁর হস্তক্ষেপণ, কোনও কিছুর পারিপার্শ্বিক নিয়ে তাঁর ছবির তুলবার ক্ষমতা এবং সিনেমাকে সুন্দর দৃশ্যাবলী হিসাবে গণ্য করার প্রতি অশ্রদ্ধা। আমি 'পাইসা' ও 'রোমা সিট্টা এ্যাপার্তা' তে একজন

দর্শকের মত অংশগ্রহণ এবং হয়ত রোসালিনির কাছ থেকে সিনেমার কাছে পৌঁছাবার রাস্তাটা শিখেছি। রোসালিনি অবিশ্বাস্য রকমের বিভ্রান্তির মধ্যে কাজ করেছেন -- আর্থিক অসঙ্গতি, কল্পনার জটিলতা, বিবাদ দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ। নেপসস্ে 'পাইসা' ছবির শুটিং এর কথা মনে পড়ছে। রাস্তার মাঝে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ ট্যাঙ্ক আমাদের পেছন দিয়ে চলে গেছে, আর তিনি সেখানে হাজির একটা চ্যাপ্টা টুপি মাথায় হাতে বিশাল চোঙ্গা। তাঁর ভাবখানা এক নিদ্বিগ্ন ঈশ্বরের মত যিনি নিজেই ভূকম্পন সৃষ্টি করেছেন তার ছবি তুলে রাখবার জন্য। নয়া বাস্তববাদ প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষাই আমাকে দিয়েছে।

আন্না ঃ 'লা দোলচে ভিটা' এক ভীষণ সফল ছবি, শুধু ইটালিতে নয়, ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও । আপনি কি ছবিটি আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য করেছিলেন?

ফেলিনি ঃ না আমি তা মনে করি না। আমি যদি সেভাবে আমার ছবি করার কথা ভাবতাম তাহলে আমি 'এ্যমারকোর্দ' কীভাবে করেছি? আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি একনিষ্ঠ, বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্দিষ্ট ধারণাহীন পেশা দ্বারা চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে, তবে তার একাগ্রতা ও প্রকাশ ভঙ্গিমা ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোনও চিন্তা থাকে না। আমি সবসময় সে সব ছবিই করেছি যা আমি করতে চেয়েছি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com